

رِزْق রিযিক

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবাবারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে “রিযিক”।

رِزْق তিনটি অক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দসমূহ চারটি ফর্মে পবিত্র কুরআন মাজিদে ১২৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।
رِزْق (রাযাক) অর্থ: ‘রিযিক দেয়া’; رِزَّاق (রায্ যাক) অর্থ: ‘রিযিকদাতা’; رِزْق অর্থ: ‘রিযিক’ (Provision); رَازِقِينَ অর্থ: ‘রিযিকদাতা’ (বহুবচন)।

পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা’য়লা ইরশাদ করেন:

১। নিশ্চয়ই রাজ্জাক (রিযিক সরবরাহকারী) তো হলেন আল্লাহ।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

আলাহই তো রিযিক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। সূরা যারিয়াত ৫১ঃ ৫৮

২। পৃথিবীতে বিচরণকারী সব জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦٦﴾

ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি উহাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে। সূরা হুদ ১১ঃ ৬

৩। আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছে জীবিকা বিস্তৃত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত করে দেন।

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

আলাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উলসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র। সূরা আর রাদ ১৩ঃ ২৬

৪। তোমার প্রভুর দেয়া রিযিকই উত্তম ও স্থায়ী।

وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (১৩১)

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করিও না উহার প্রতি, যাহা আমি তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়াছি, তদ্বারা তাহাদেরকে পরীক্ষা করিবার জন্য। তোমার প্রতিপালক-প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। সূরা ত্বাহা ২০ঃ ১৩১

৫। এমন অনেক জীব জানোয়ার আছে যারা নিজেদের রিযিক মওজুদ করে রাখে না, আলাহই তাদের রিযিক দেন এবং তোমাদেরকেও।

وَكَايْنِ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (৬০)

এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না। আলাহই রিযিক দান করেন উহাদেরকে ও তোমাদেরকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সূরা আনকাবূত ২৯ঃ ৬০

৬। ঈসা আ: বলেছিলেন। আর আমাদের রিযিক দান করো, কারণ তুমিই তো সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَأَخْرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (১১৬)

মারইয়াম-তনয় 'ঈসা বলিল, 'হে আলাহ্ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।' সূরা মায়িদা ৫ঃ ১১৪

৭। আল্লাহ যদি তাঁর সব বান্দাকেই অঢেল সম্পদ দান করতেন তবে তারা পৃথিবীতে বিদ্রোহ ও বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হতো। বরং তিনি একটি পরিমাণ মতো নাযিল করেন।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ
خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

আল্লাহ্ তাঁহার সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাঁহার ইচ্ছামত পরিমাণেই নাযিল করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন। সূরা আশ শুরা ৪২ঃ ২৭

তিরমিজি শরীফের হাদীস:

হযরত ওমর রা: বর্ণনা করেন, রাসূল সা: বলেছেন, তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো, পরিপূর্ণ ভরসা যেভাবে করা উচিত, তিনি তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, যেভাবে একটা পাখি সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়, সন্ধ্যায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে আসে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, নিজের জীবন-জীবিকার জন্য শুধু আল্লাহর উপর নির্ভর করি এবং কেবলমাত্র তাঁর কাছেই চাই। তিনিই রিযিক বিস্তৃত ও সীমিত করেন। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

আসুন, রিজিক দানের জন্য আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর ও রাসূল সাঃ নির্দেশিত পথে নিজে চলি এবং অন্যকে চলতে উদ্বুদ্ধ করি।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহা।